তাওহীদেই মুক্তি
ও
সালাতেই শান্তি

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,
মুহাদ্দিছঃ মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, ঢাকা

(একটি মুসলিম পরিবারের পক্ষ হতে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাদাকা জারিয়া হিসেবে বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য)

আলোকিত
প্রকাশনী

সূচিপত্র

তাওহীদেই মুক্তি ও সালাতেই শান্তি ২

ভূমিকা ৬

তাওহীদের ফযীলত ১০

তাওহীদ কাকে বলে? ১৪

তাওহীদুর রুবূবীয়াহ ১৬

তাওহীদুল উলুহীয়াহ ১৯

তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত ৩২

দুনিয়ার আকাশে আল্লাহর নেমে আসা: ৫১

আল্লাহ মানুষের সাথে থাকার অর্থ: ৪৯

আল্লাহর দুই হাত: ৪৩

আল্লাহর দু'টি চক্ষু: ৪৭

আল্লাহর ইচ্ছা: ৩৭

আল্লাহর পা: ৪৮

আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা: ৩৮

আল্লাহর শ্রবণ ও দৃষ্টি: ৩৫

আল্লাহ খুশী হন এবং হাসেন ৪০

আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং রাগান্বিত হন ৩৯

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধুদেরকে ভালবাসেন: ৩৭

আয়াতুল কুরসীতে বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলী: ৩৪

যারা আল্লাহর হাতকে কুদরতী হাত দ্বারা ব্যখ্যা করে তাদের উত্তর:

..... ৪৫
সূরা ইখলাসে বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলী: ৩৪
সৃষ্টিজীবের কোন কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়: ৩৫
শির্ক কাকে বলে? ৫২
আরশের উপর আল্লাহ তাআলার সমুন্নত হওয়ার দলীলসমূহ: . ৬৭
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে দু'আ করা: ৬৮
আল্লাহ ছাড়া অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা শির্ক: ৭২
আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে ফরিয়াদ করা: ৭৩
আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টি লাভের জন্য পশু যবেহ করা: ৭১
আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য সিজদা করা: ৭০
আল্লাহ তাআলা আসমানের উপরে থাকার দলীলসমূহ: ৬৩
আল্লাহ্ তাআলা আসমানের উপর থাকার ব্যাপারে বর্ণিত কিছু হাদীছ: ৬৪
পৃথিবীতে শির্ক আসলো কিভাবে? ৫৩
বড় শির্ক: ৫৭
ভাগ্য গণনা ও ভবিষ্যদ্বাণী করা: ৬১
ছোট শির্ক: ৭৪
শির্কের ভয়াবহতা: ৫৫
ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ: ৯৫
এসো তাওবার পথে ১০০
সালাত ১০৩
১. সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে ওযু করবে: ১০৪
২. সালাতের নিয়ত করা: ১০৬

৩. মুসল্লি কিবলামুখী হবে: ১০৭
৪. বুকের উপর হাত রাখা: ১০৭
৫. সানা পড়া: ১০৭
৬. সিজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি রাখা: ১০৮
৭. সূরা ফাতিহা পাঠ করা: ১০৮
৮. সূরা ফাতিহা পড়া শেষ হলে আমীন বলা সুন্নাত: ১০৯
৯. সূরা মিলানো: ১০৯
১০. রুকু করা: ১১০
১১. রুকূ হতে সোজা হয়ে দাড়ানো: ১১১
১২. সালাতে রাফউল ইয়াদাইন করা: ১১১
১৩. সিজদাহ করা: ১১১
১৪. সিজদা থেকে উঠা ও দুই সিজদার মাঝখানে বসা: ১১৩
১৫. দ্বিতীয় সিজদাহ: ১১৪
১৬. জালসা ইস্তেরাহা বা আরামের বৈঠক: ১১৪
১৭. বৈঠক ও সালাম ফিরানো: ১১৪
১৮. তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাত: ১১৭
১৯. তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট সালাতের শেষ বৈঠকে বসার নিয়ম: ১১৮
ফরয সালাতের পর দু'আ ও যিকির সমূহ ১১৯
সুন্নাত ও নফল সালাত: ১২৩

তাওহীদের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে যুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত"। (সূরা আনআম: ৮২)

মারফু সূত্রে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ এবং অন্যান্য সাহাবী থেকে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হলে সাহাবীগণ বলতে লাগলেনঃ আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের নফসের উপর যুলুম করেনি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: তোমরা এ আয়াতে যুলুম দ্বারা যা বুঝেছ, তা সঠিক নয়। এখানে যুলুম দ্বারা শির্ক উদ্দেশ্য। তোমরা কি আল্লাহর প্রিয় বান্দা লুকমান আলাইহিস সালামের কথা শুন নি? তিনি তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন,

﴿يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

"হে প্রিয় বৎস! আল্লাহ্র সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সাথে শরীক করা মহা যুলুম"। (সূরা লুকমান: ১৩)

সুতরাং উল্লেখিত আয়াত থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি শির্ক থেকে মুক্ত থাকবে না, তার জন্য নিরাপত্তা ও হেদায়াত অর্জন করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি শির্ক থেকে বেঁচে থাকবে, ঈমান ও ইসলামের উপর টিকে থাকা অনুপাতে তার জন্য নিরাপত্তা ও হেদায়াত অর্জিত হবে।

উবাদা ইবনে সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ

তাওহীদুর রুবূবীয়াহ

তাওহীদে রুবূবীয়াহ হলো, দৃঢ়ভাবে এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর প্রতিপালক, তিনিই সব কিছুর মালিক, সৃষ্টিকর্তা, ব্যবস্থাপক ও পরিচালক। তার রাজত্বে কোন অংশীদার নেই। তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। তাঁর ফয়সালাকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না, তার আদেশ প্রত্যাখ্যান করার মত কেউ নেই, তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তাঁর অনুরূপ আর কেউ নেই, নেই তাঁর কোন সমতুল্য। তাঁর প্রতিপালনাধীন কোন বিষয়ের বিরোধী কেউ নেই এবং তাঁর নাম ও গুণাবলীতেও কোন শরীক নেই। আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন:

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لاَ يَمْلِكُونَ لأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

"বলো, কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক? বলো, আল্লাহ। বলো, তবে কি তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছো, যারা নিজেদের লাভ ও ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? তুমি বলো: অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? অথবা অন্ধকার ও আলো কি সমান? তাহলে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করেছে যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে? বলো: আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা; তিনি একক ও পরাক্রমশালী"। (সূরা রা'দ: ১৬)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَ يُوقِنُونَ﴾

"তারা কি কোনো কিছু ব্যতীতই সৃষ্টি হয়েছে? না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না"। (সূরা তুর: ৩৫-৩৬)

সর্বকালের অধিকাংশ বনী আদমই এই প্রকার তাওহীদ তথা তাওহীদুর রুবূবীয়ার প্রতি বিশ্বাস করেছে এবং তা মেনে নিয়েছে। জাহেলী যুগের মক্কার মুশরিকরাও তা মেনে নিয়েছিল। কুরআন মাজীদে এর অনেক প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾

"এবং তুমি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করো- কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন? অবশ্যই তারা বলবে: আল্লাহ্। (সূরা লুকমান: ২৫)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

"তুমি জিজ্ঞেস করো, কে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করে? কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? কে জীবিতকে মৃত থেকে বের করে এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করে? কে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে? তারা অচিরেই বলবে, আল্লাহ্! বলো, তারপরও কি তোমরা ভয় করবে না? (সূরা ইউনুস: ৩১)

মুসলিম হিসাবে গণ্য হওয়ার জন্য শুধু তাওহীদে রুবূবীয়াতে বিশ্বাস যথেষ্ট নয়। তাওহীদে উলুহীয়াতে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত কাউকে মুমিন হিসাবে গণ্য করা হবেনা। কারণ মক্কাবাসীরা তাওহীদুর রুবুবীয়াতে বিশ্বাস করত। কিন্তু আল্লাহর এবাদতে তারা শরীক স্থাপন করত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

তাওহীদুল উলুহীয়াহ

প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল কথা ও কাজ তথা সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যে কোন বস্তুর ইবাদতকে অস্বীকার করার নাম তাওহীদুল উলূহিয়াহ। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ﴾

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া তোমরা অন্য কারো ইবাদত করবে না"। (সূরা বানী ইসরাঈল: ২৩)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করো না"। (সূরা নিসা: ৩৬)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾

"আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। অতএব আমার ইবাদত করো এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো"। (সূরা তোহা: ১৪)

এটিই (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) এর সরল ও সঠিক ব্যাখ্যা।

সুতরাং নামায আদায় করা, দু'আ করা, যবেহ্ করা, নযর বা মানত করা, সাহায্য চাওয়া, বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা করা, ইত্যাদি সকল প্রকার ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে। তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করা যাবে না। এই প্রকার তাওহীদকেই কাফেরগণ অমান্য করেছিল এবং নূহ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আমাদের নবী মুহাম্মদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মতের মাঝে মূল বিরোধ ছিল এই তাওহীদকে কেন্দ্র করেই।

❑ তাওহীদুল উলূহীয়ার কিছু উদাহরণ ও দলীল:

তিন প্রকার তাওহীদের মধ্যে তাওহীদুল উলূহীয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মধ্যেই বিভ্রান্তি হয় সবচেয়ে বেশি। তাই আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে রাসূলদেরকে তাওহীদুল উলূহীয়া দিয়েই প্রেরণ করেছেন। নবী-রাসূলগণও তাওহীদুল উলুহীয়াতের মাধ্যমে তাদের দাওয়াতী মিশন শুরু করেছেন। কারণ, যেসব জাতির কাছে আল্লাহ তাআলা রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন, তাদের অধিকাংশ লোকই তাওহীদুর রুবূবীয়াকে স্বীকার করতো। তাই নবী-রাসূল ও তাদের সম্প্রদায়ের মাঝে কোন মতভেদও হয়নি। বতর্মানেও আমরা দেখতে পাই যে, সবাই আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং তাঁকে মহান সৃষ্টি কর্তা ও প্রভু হিসেবে মানে। কিন্তু দ্বন্দ্বটা আসলে তাওহীদুল উলূহীয়াকে কেন্দ্র করেই। তাই আমাদের এই প্রকার তাওহীদ খুব ভালোভাবে বুঝা ও মানা আবশ্যক। নিম্নে তাওহীদূল উলূহীয়ার কিছু উদাহণ দলীলসহ পেশ করা হলো।

১. দু'আ করা: দু'আ করা সবচেয়ে বড় ইবাদত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «الدُّعَاءُ هُوَ العِبَادَةُ» দু'আ হচ্ছে এবাদতের মূল।[৯] অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করলেন:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

"তোমাদের রব্ব বলেছেন, তোমরা আমার কাছে দু'আ করো। আমি তোমাদের দু'আ কবুল করবো।" (সূরা গাফের: ৬০)

অতএব দু'আ করা যেহেতু বিরাট একটি ইবাদত, শুধু তাই নয়; বরং এবাদতের মূল বিষয় ও সারাংশ, তাই কেবল আল্লাহর কাছেই দু'আ করা আবশ্যক। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ তাওহীদের সম্পূর্ণ

৯. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৯৬৯।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস্ সিফাত

তাওহীদুল্ আসমা ওয়াস্ সিফাতের অর্থ হলো, আল্লাহ নিজেকে যে সমস্ত নামে নামকরণ করেছেন এবং তাঁর কিতাবে নিজেকে যে সমস্ত সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে যে সমস্ত অতি সুন্দর নামে এবং সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করেছেন, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা ও তার ধরণ বর্ণনা করা ব্যতীত যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই আল্লাহ তাআলার জন্য তা সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের অনেক স্থানে কোন প্রকার ধরণ বর্ণনা করা ব্যতীত স্বীয় সুউচ্চ গুণাবলী উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾

"তাদের সম্মুখের ও পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। কিন্তু তারা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না"। (সূরা তোহা:১১০)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ﴾

" তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শুরা: ১১)

তিরমিযী শরীফে উবাই বিন কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল: আমাদের সামনে আপনার রবের বংশ পরিচয় বর্ণনা করুন। তখন আল্লাহ তাআলা এই সূরাটি নাযিল করেন:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"হে রাসূল তুমি বলো: তিনি আল্লাহ্ একক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকে জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমতুল্য অন্য কেউ নেই"।

'সামাদ' হচ্ছে যিনি কাউকে জন্ম দেন নি বা যাকে কেউ জন্ম দেয়নি। কারণ জন্মগ্রহণকারী সকলেই মরণশীল। আর মরণশীল প্রতিটি বস্তুই উত্তরাধিকারী রেখে যায়। আর আল্লাহ তাআলা মরণশীল নন। তাই তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী নেই। 'আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' অর্থাৎ কেউ তাঁর সমকক্ষ, সম মর্যাদা সম্পন্ন এবং তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই।

আল্লাহ্ তাআলার অনেকগুলো অতি সুন্দর নাম এবং সুউচ্চ গুণাবলী রয়েছে যা তাঁর পরিপূর্ণতা এবং মহত্ত্বের প্রমাণ বহন করে, এ কথার প্রতি ঠিক সেভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা যেভাবে পবিত্র কুরআন এবং হাদীছে উল্লেখ হয়েছে। কোন প্রকার বিকৃতি, অস্বীকৃতি, ধরণ-গঠন বা সাদৃশ্য আরোপ না করেই। আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁর সদৃশ কোনো কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

এই আয়াতে কোনো বস্তু তাঁর অনুরূপ না হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা- এই দু'টি সিফাত তাঁর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটাই হলো সালাফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীগণের মূলনীতি। তারা সকলেই আল্লাহর অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলীর ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর শিখানো মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা নিজের জন্য যে অতি সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলী পছন্দ করেছেন বা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নাম ও গুণাবলী তাঁর হাদীছে উল্লেখ করেছেন উহা ব্যতীত অন্য কোনো নাম বা গুণাবলী আল্লাহ্ তাআলার জন্য নির্দিষ্ট করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ অধিক অবগত নয়। আল্লাহ্র পর তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আল্লাহ্ সম্পর্কে অধিক অবগত আর কেউ নেই।

❑ আল্লাহ তাআলার কতিপয় সিফাতের বিবরণ:

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের

অবতরণ বলতে তাঁর রহমতের অবতরণকে বুঝানো হয়েছে তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ বিনা কারণে শব্দের আসল অর্থ বাদ দিয়ে রূপক অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়।

শির্ক কাকে বলে?

মুসলিমের উচিৎ, হক জানার পর উহার বিপরীতে যে বাতিল রয়েছে, তাও জানবে। যাতে করে সে বাতিল বর্জন করতে পারে এবং উহা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে।

অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্যই আমরা উহা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবো। আর যে ব্যক্তি অকল্যাণ সম্পর্কে জানতে পারেনি, সে উহাতে লিপ্ত হবেই। হুযায়ফা বিন ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي»

"লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। আর আমি তাকে অকল্যাণ ও অমঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম। এ আশঙ্কায় যে, আমাকে তা পেয়ে বসে কি না"।[২২]

ইবরাহীম খলীল আলাইহিস সালামও তাঁর সন্তানদের মধ্যে শির্ক ও মূর্তিপূজা অনুপ্রবেশ করার আশঙ্কা করেছিলেন। তাই তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে দু'আ করেছিলেন যে,

﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ﴾

"হে আমার রব্ব! এই শহরকে তুমি নিরাপদ করো এবং আমাকে ও

২২. মুখতাসার সহীহ আল-বুখারী, হাদীছ নং ১৪৬৮।

আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করো। হে আমার প্রতিপালক, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে"। (সূরা ইবরাহীম: ৩৫)

এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, শির্ক থেকে বিরত থাকা আবশ্যক এবং উহা থেকে বাঁচার জন্য উহার পরিচয় জানা থাকাও আবশ্যক। এখন প্রশ্ন হলো **শির্ক কাকে বলে?** এবাদতের প্রকারসমূহ থেকে কোনো কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য সম্পাদন করাকে শির্ক বলে। আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট দু'আ করা, গাইরুল্লাহর জন্য কুরবানী করা, মানত করা এবং এমন বিষয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের নিকট উদ্ধার কামনা করা, যা থেকে উদ্ধার করার ক্ষমতা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ রাখে না। আর তাওহীদ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য ইবাদতকে নির্দিষ্ট করা।

▸ পৃথিবীতে শির্ক আসলো কিভাবে?

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতি পর্যন্ত একহাজার বছরের ব্যবধান ছিল। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সকল মানুষই তাওহীদের উপর ছিল। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথাটি সঠিক। ইমাম ইবনে কাছীরও এ কথাকে সহীহ বলেছেন। অতঃপর নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম শির্কের আবির্ভাব হয়। কতিপয় সৎ লোককে নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই তাদের মধ্যে শির্ক প্রবেশ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾

"কাফেররা বলল, তোমরা নিজেদের মাবুদগুলোকে পরিত্যাগ করো না। বিশেষ করে 'ওয়াদ', 'সুআ', 'ইয়াগুছ' 'ইয়াঊক' এবং 'নাসর'কে কখনও পরিত্যাগ করো না"। (সূরা নূহ: ২৩)

সহীহ বুখারীতে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, এগুলো হচ্ছে নূহ আলাইহিস সালামের

গোত্রের কতিপয় সৎ ব্যক্তির নাম। তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের কওমকে বুঝিয়ে বলল, যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসতো, সেসব জায়গাতে তাদের মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মূর্তিগুলোর নামকরণ করো। তখন তারা তাই করল। তাদের জীবদ্দশায় মূর্তিগুলোর পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপনকারীরা যখন মৃত্যুবরণ করল এবং পরবর্তীরা মূর্তি স্থাপনের ইতিহাস ভুলে গেল, তখনই মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হলো।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, অনেক সালাফ বলেছেন, যখন সৎ লোকগুলো মারা গেল, তখন তারা তাদের কবরগুলোর উপর অবস্থান করতে লাগল। অতঃপর তারা তাদের মূর্তি বানালো। অতঃপর যখন বহু সময় পার হলো, তখন তারা সেগুলোর ইবাদত শুরু করলো।

সৎ লোকদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা, তাদের ছবি নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা, সেগুলোকে তাদের মজলিসে স্থাপন করার ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা থেকে আমরা ছবি নির্মাণ করা, উহা দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা, মাঠে-ময়দানে ও রাজপথে উহা স্থাপন করার ভয়াবহতা অনুভব করতে পারি। এগুলো মানুষকে শির্কের দিকে নিয়ে যায়। এ ছবিগুলো এবং রাজপথে ও মাঠে-ময়দানে স্থাপিত মূর্তিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এমনভাবে বাড়তে থাকে যে, এক সময় এগুলোর ইবাদত শুরু হয়ে যায়। যেমন হয়েছিল নূহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মধ্যে।

এ জন্যই ইসলামে ছবি অঙ্কন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছবি অংকনকারীকে অভিশাপ করেছেন এবং তাকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। আর ছবি অঙ্কনের মাধ্যমে যাতে এই উম্মতের মধ্যে শির্ক প্রবেশ করতে না পারে, তাই এই দরজাকে বন্ধ করার জন্য এবং আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সাদৃশ্য করা থেকে দূরে রাখার জন্যই বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন ছবি অংকনকারীরাই সবচেয়ে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে।

ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ:

প্রত্যেক মাযহাবের আলেমগণ ফিকহ এর কিতাবসমূহে মুরতাদের হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইসলাম ভঙের কারণগুলো আলোচনা করেছেন এবং কিসের মাধ্যমে মানুষ ধর্মত্যাগী হয় সে ব্যাপারেও আলোচনা করেছেন। তাদের কেউ কেউ মুরতাদ হওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দৃষ্টান্ত পেশ করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। আল্লাহর নিকট আমরা সেগুলো থেকে আশ্রয় চাই। ইসলামের কাজগুলো করা ও পরিত্যাগ করার কারণে আলেমগণ ইসলাম ভঙ্গের কারণ কয়েকশ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দিল ওয়াহহাব রাহিমাহুল্লাহ দশটি কারণের মধ্যে সেগুলোকে সংক্ষিপ্ত করেছেন। তাওহীদ বিষয়ক এবং অন্যান্য কিতাবসমূহে তিনি এই দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন।

আমরা এখানে বিশেষ করে এমন কিছু আমল ও আচরণের কথা উল্লেখ করবো, যেগুলো করা তাওহীদের কালিমার ঘোর বিরোধী ও তা ভঙ্গকারী হিসাবে সাব্যস্ত। তাওহীদের বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ করার পর এ কাজগুলো করলেও কোনো ছাওয়াব ও লাভ হবে না। বরং তা কালিমাটিকে ভঙ্গ করে ফেলবে। এগুলোর কিয়দংশ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

প্রথম কারণ: সৃষ্টিজগতের কিছু কিছু জিনিষ আল্লাহর সৃষ্টি নয় বলে বিশ্বাস করা অথবা দুনিয়ার কিছু কিছু জিনিষের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সম্বন্ধ প্রকৃতির দিকে করা ও আকস্মিকভাবে হয় বলে বিশ্বাস করা। এটি আল্লাহ তাআলার রুবূবীয়াতের মধ্যে আঘাতের শামিল। মুসলিমগণ আল্লাহ তাআলার একক, পরিপূর্ণ ও সার্বভৌম যে ক্ষমতায় বিশ্বাসী এবং এ কারণেই যে তিনি ইবাদতের একমাত্র হকদার, এটি মুসলিমদের সেই আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয় কারণ: আল্লাহ তাআলার পূর্ণতার গুণাবলী থেকে কোনো কিছু

অস্বীকার করা। যেমন তাঁর জ্ঞান, চিরসংরক্ষণ, পরাক্রমশীলতা, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি থেকে কোনো কিছু অস্বীকার করা। এগুলো থেকে কোনো কিছু অস্বীকার করা হলে এমন চরম ত্রুটি আবশ্যক হয়, যা মহান প্রভু উলুহিয়াতের হকদার হওয়ার পরিপন্থী। অনুরূপ আল্লাহ তাআলা নিজেকে যেসব দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র করেছেন, তা সাব্যস্ত করা। যেমন আল্লাহ তাআলার জন্য তন্দ্রা, নিদ্রা, ভুলে যাওয়া, যুলুম করা, সন্তান, অংশীদার ইত্যাদি সাব্যস্ত করা। কেননা এমনটি করা আল্লাহ তাআলার সেসব পূর্ণতার বিশেষণ বিরোধী, যার মাধ্যমে তিনি সকল সৃষ্টির ইবাদতের উপযুক্ত হয়েছেন।

তৃতীয় কারণঃ কোনো কোনো সৃষ্টিকে স্রষ্টার কতিপয় বিশেষণে বিশেষিত করা। যেমন আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গাইবের খবর জানে বলে বিশ্বাস করা, তিনি ছাড়া অন্য কেউ সার্বভৌম ক্ষমতা রাখে বলে জানা, মহা বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়াই সৃষ্টি করা ও অস্থিত্ব দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ রাখে বলে বিশ্বাস করা। এটি হলো আল্লাহর সাথে সৃষ্টিকে অংশীদার করা এবং সৃষ্টিকে স্রষ্টার মর্যাদায় উন্নীত করা। এটি মূলত আল্লাহ তাআলার হকসমূহের চরম অবমাননার শামিল।

চতুর্থ কারণঃ মহান প্রভু আল্লাহ তাআলার সমস্ত ইবাদত কিংবা কিছু ইবাদত করতে অস্বীকার করা। যেমন এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা, তাঁকে ডাকা যাবে না, তাঁর নিকট সাহায্য চাওয়া হবে, তিনি এর উপযুক্ত নন অথবা এগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই কিংবা তাতে কোন উপকার নেই বলে বিশ্বাস করা। যারা কিছু কিছু ইবাদত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে অথবা নামাযীদেরকে নিয়ে উপহাস করে অথবা কোনো কোনো ইবাদত ও আনুগত্য দৃঢ়ভাবে পালনকারী ব্যক্তিদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে, তাদের হুকুমও অনুরূপ। অর্থাৎ তারাও ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে।

পঞ্চম কারণঃ যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, কোনো কোনো মানুষের বিধান ও নিয়ম তৈরি করার অধিকার রয়েছে এবং এমন বিধানাবলী রচনা

করার অধিকার রয়েছে যা শরীয়তকে পরিবর্তন করে দেয়। যেমন ব্যভিচার বা সুদকে বৈধতা দেয়া, শরীয়তের কোনো শাস্তিকে বাতিল করা, যেমন হত্যাকারীকে হত্যা করা ও চোরের হাত কাটার বিধান বাতিল করা এবং যাকাতকে বাতিল করা এবং ফরয বা অন্য কোনো ইবাদতকে পরিবর্তন করা। অনুরূপ আল্লাহর শরীয়ত বাদ দিয়ে অন্য বিধানের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যাওয়া এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতিরেকে অন্য কিছু দিয়ে শাসন করা। যে ব্যক্তি এমন বা অনুরূপ কিছু বিশ্বাস করবে সে রবের শরীয়ত বানচাল করলো এবং মনে করলো যে, এটি অসম্পূর্ণ ও অনুপযুক্ত অথবা এই বিশ্বাস করলো যে, আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্যটি উত্তম। এই ধারণা ও বিশ্বাস চরম ত্রুটিপূর্ণ, যা খাঁটি তাওহীদের সাথে কখনো একত্রিত হতে পারে না।

ষষ্ঠ কারণঃ ইবাদতের কোনো প্রকার আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য ব্যয় করা। এটি হলো এ যুগের কবরপূজারীদের শির্ক। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মৃত ব্যক্তিকে ডাকলো অথবা তার নিকট কোনো কিছু আশা করলো কিংবা অন্তর দিয়ে তার উপর আশা-ভরসা রাখলো অথবা তাকে আল্লাহর ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসলো কিংবা তার জন্য নত হলো অথবা কবর ইত্যাদির পাশে গিয়ে ভীত ও বিনয়ী হলো কিংবা কবরের আশপাশে তাওয়াফ করলো অথবা তার জন্য যবেহ করলো অথবা অন্য কোনো ইবাদত করলো সে তার সাক্ষ্য তথা "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য মাবূদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল" কে বাতিল করলো। ইতিপূর্বে উলূহিয়াত ও ইবাদতের ব্যাখ্যা এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সপ্তম কারণঃ আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং তাদেরকে ভালোবাসা ও কাছে টানা, তাদের মর্যাদা বাড়ানো এবং এ কথা বিশ্বাস করা যে, তারা সত্যের উপর রয়েছে অথবা তারা মুসলিমদের চেয়ে বেশি সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত। চাই তারা আহলে কিতাব হোক কিংবা মূর্তিপূজারী অথবা যুগবাদী। তাদের আনুগত্য করা এবং তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া এ কথার ইঙ্গিত করে যে, নিশ্চয়ই তারা সত্যের উপর

এসো তাওবার পথে

হে আল্লাহর বান্দা! যে সমস্ত অপরাধের কারণে আখেরাতে শাস্তি হবে তুমি তা অবগত হলে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে শির্ক ও কুফুরী। তোমার দ্বারা যদি উপরোক্ত শির্কগুলো বা তার কোন একটি সংঘটিত হয়ে থাকে কাল বিলম্ব না করে ফিরে এসো তাওবার পথে। তোমার জন্য এখনো তাওবার দরজা উন্মুক্ত রয়েছে। তাওবা করলে আল্লাহ তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

"অপরাধ করার পর যে তাওবা করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে কোন অপরাধই করেনি"।[৪১]

আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

"হে নবী! বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিয়ই আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু"। (সূরা যুমার: ৫৩)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ

৪১. ইবনে মাজাহ, অধ্যায়: কিতাবুয যুহ্দ।

أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

"বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন তিনি তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশী হন, যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল। বাহনের উপরেই ছিল তার খাদ্য-পানীয় ও সফর সামগ্রী। মুরুভূমির উপর দিয়ে সফর করার সময় বিশ্রামার্থে সে একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ করল। অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখল তার বাহন কোথায় যেন চলে গেছে। সে নিরাশ হয়ে একটি গাছের নীচে এসে আবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে পেলো, তার হারানো বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, হে আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা, আমি আপনার প্রভু। অতি আনন্দের কারণেই সে এত বড় ভুল করে বসেছে।[৪২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ

৪২. মুসলিম, অধ্যায়: কিতাবুত্ তাওবা।

সালাত

তাওহীদের উপর পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস ও সকল প্রকার শির্ক থেকে বিরত থাকার পর প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক হচ্ছে ইসলামের বাকিসব হুকুম-আহকাম পালন করা এবং যাবতীয় হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা। শুধু তাওহীদে বিশ্বাস করা ও শির্ক থেকে বেঁচে থাকাই নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। ইসলামের হুকুম আহকামের মধ্যে ইসলামের পাঁচটি রুকন হচ্ছে সবচেয়ে বড়। এগুলোর মধ্যে সালাত হলো দ্বিতীয় এবং ঈমানের পরই এর স্থান। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উর্ধ্বাকাশে নিয়ে সরাসরি কথা বলে প্রত্যেক মুসলিমের উপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তাই সময় মতো সালাত আদায় করা আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ইবাদত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো,

أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "সময় মত সালাত আদায় করা"। (বুখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন বান্দাকে সালাতের ব্যাপারেই সর্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করা হবে। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের সর্বপ্রথম যে আমলের হিসাব নেয়া হবে, তা হলো তার সালাত। এটা যদি বিশুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে সে মুক্তি পাবে। আর এটা যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (তিরমিযী, হাদীছ নং ৪১৩)

সুতরাং যে ব্যক্তি সালাত আদায় করবে এবং হালকা ও তুচ্ছ মনে করে তা থেকে কোনো কিছু বিনষ্ট করবে না, তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে অঙ্গীকার রয়েছে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যে ব্যক্তি এগুলো আদায় করবে না তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে কোনো নিরাপত্তা নেই। ইচ্ছা

ফরয সালাতের পর দু“আ ও যিকির সমূহ

ফরয সালাতের সালামের পর ৩বার “আছ্তাগফিরুল্লাহ” পড়বে। অতঃপর নিম্নের দু'আগুলো পাঠ করবে।

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَام وَمِنْك السَّلَام تَبَارَكْت يَا ذَا الْجَلَال وَالْإِكْرَام»

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতাছ ছালামু, অমিনকাছ ছালামু, তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইক্রামু।

অর্থ: “হে আল্লাহ্! তুমিই সালাম। তোমার পক্ষ হতেই শান্তি আগমন করে। তুমি সুমহান, সম্মানিত এবং মর্যাদাবান”।

অতঃপর এই দু'আ পাঠ করতেন,

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু, লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর। আল্লাহুম্মা! লা-মানি'আ লিমা 'আ'তাইতা ওয়া লা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়া লা ইয়ানফা'উ যালজাদ্দি মিনকাল্জাদ্দু।

অর্থ: “এক মাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। সকল রাজত্ব তাঁরই। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দান করো, তা প্রতিহত করার কেউ নেই এবং তুমি যা রোধ কর, তা দান করারও কেউ নেই। আর কোনো মর্যাদাবানের মর্যাদা ও সম্পদশালীর সম্পদ তোমার শাস্তি থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না”। (সহীহ বুখারী, (১/২৫৫)

অতঃপর এই দু'আ পাঠ করতেন,

পড়বে। কারণ যোহরের পূর্বে ৪ রাকআত এবং পরে ২ রাকআত পড়া সুনানে রাতেবাহ। অতএব জোহরের পরে ২ রাকআত বৃদ্ধি করলে উম্মে হাবীবাহর হাদীসের প্রতি আমল হবে। আল্লাহই তাওফীকদাতা। দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীগণের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাঁর ইত্তেবা' করবেন তাদের প্রতি।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে পরিপূর্ণভাবে ঈমান ও তাওহীদ বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি সালাতসহ যাবতীয় হুকুম-আহকাম পালন করার তাওফীক দাও এবং শির্কের নাপাকী ও তোমার অপছন্দনীয় যাবতীয় কাজ-কর্ম থেকে থাকার তাওফীক দাও। আল্লাহুম্মা আমীন।

"সমাপ্ত"